25

# দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 19 JAN 1997 ...
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৪ ......

### পৃথক ইনষ্টিটিউট হইতেছে

## সংসদ গ্রন্থাগারে পুস্তকের সংখ্যা হইবে ২,৫০০০০

ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥ চলতি বৎসরের মধ্যে জাতীয় সংসদের গ্রন্থাগারে বইয়ের সংখ্যা ৭৫ হাজার হইতে বাড়াইয়া আড়াই লক্ষ করা হইবে। সংসদ ভবনের অভ্যন্তরে ৩৬টি

(১৫শ পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

### সংসদ গ্রন্থাগারে

(১ম পৃঃ পর)

সংসদীয় কমিটির অফিস স্থাপনের পর ৩৩০ জন এমপিকে নিজস্ব অফিস বা অনুরূপ পরিসর প্রদানের ব্যবস্থা করা হইবে। সংসদের ৭৫০ জন অফিসার ও কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ দান এবং সংসদ, জনমত, নীতি বিষয়ে অধ্যয়ন ও গবেষণার জন্য একটি 'ইনষ্টিটিউট অব পার্লামেন্টারী ষ্টাডিজ' গড়িয়া তোলা হইবে। ইউএনডিপির সংসদ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় সুনির্দিষ্ট ৪টি করণীয়ের উপর সংসদ সদস্য, গবেষক, জ্ঞানী-গুণীদের এক ওয়ার্কশপ উদ্বোধনকালে স্পীকার হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী সংসদীয় ব্যবস্থা উন্নয়নে সংসদ ও সরকারের এ সকল আশু করণীয়ের তথ্য প্রকাশ করেন। গতকাল হোটেল সোনারগাঁয়ে বলরুমে আয়োজিত এ বিদ্বজ্জন সভায় ইত্তেফাক ও নিউনেশনের সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি ব্যারিষ্টার মইনুল হোসেন, ইনষ্টিটিউট অব ষ্ট্রাটেজিক ষ্টাডিজের চেয়ারম্যান এম মুর্শেদ, সাবেক অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত, ইউএনডিপির আবাসিক প্রতিনিধি ডেভিড লকউড ছাড়াও আওয়ামী লীগ ও বিএনপির কয়েকজন এমপি এ ওয়ার্কশপে বক্তব্য রাখেন। আইনমন্ত্রী আবদুল মতিন খসরু, প্রধানমন্ত্রীর সংসদ বিষয়ক উপদেষ্টা সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত ওয়ার্কশপে উপস্থিত ছিলেন। ব্যারিষ্টার মইনুল হোসেন বলিয়াছেন, সংসদীয় ব্যবস্থায় সরকার ও বিরোধীদল সংসদে কীভাবে কাজ করিতে পারে, তাহা আমাদের শিখা উচিত। সংসদে গণতন্ত্র কাজ না করিলে দেশে গণতন্ত্র কাজ করিবে না।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ডঃ নাজমা চৌধুরী ও সহযোগী মূল তথ্যপত্র প্রণেতা এম মোজাম্মেল হক সংসদীয় আইন প্রণয়ন কার্যক্রম ও আচারের ক্ষেত্রে এমপিদের দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশ্ন উপস্থাপন করিলে আওয়ামী লীগ এমপি ওয়াজিউদ্দিন ও এস আর শরীফ (পাবনা-৪) বলেন এমপিরা শিক্ষার্থী হইবার অবস্থায় নাই, তবে গবেষক ও বিদ্বজ্জনদের সহিত জ্ঞান আদান-প্রদানের ক্ষেত্র হিসাবে এ ইনষ্টিটিউট ব্যবহৃত হইতে পারে। বিএনপির এমপি হাফিজ উদ্দিন আহমদ সংসদের কাছে সরকারের দায়বদ্ধতা বৃদ্ধির জন্য রাজনীতিই যথেষ্ট, এসবক্ষেত্রে কোন ইনষ্টিটিউটের প্রয়োজন নাই। এদেশে অতীতে গঠিত অধিকাংশ ইনষ্টিটিউটই জনগণের কোন কাজে আসে নাই। আরেকটি ইনষ্টিটিউট গঠনের ব্যাপারে ইউএনডিপির সতর্ক হওয়া উচিত। তবে সকল এমপি তাঁহাদিগকে ষ্টাফভাতা প্রদান বন্ধ করিয়া বিসিএস প্রশিক্ষিত ষ্টাফ, অফিস কক্ষ, কম্পিউটার, লাইব্রেরী হইতে তথ্য উদ্ধারকারী টিম কর্তৃক এমপিদের তথ্য প্রদানের ব্যবস্থা সমর্থন করেন।

ওয়ার্কশপে উপস্থিত একাডেমিয়ান, গবেষক, এমপিসহ অধিকাংশই ইনষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠার উপর জোর দেন। তাঁহারা ইনষ্টিটিউটকে সংসদ ভবনের বাহিরে, স্বাধীন ব্যবস্থাপনায় রাখার ওপর জোর দেন এবং বলেন, এ সকল ইনষ্টিটিউটের পরিচালন ব্যবস্থা ও লোক নিয়োগে সরকারী দল বা অন্য দলের হস্তক্ষেপ না থাকা সমীচীন।

ব্যারিষ্টার মইনুল হোসেন ইনষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠাকে "একান্ত দরকার" বলিয়া উল্লেখকালে বলেন, সংসদীয় গণতন্ত্র বিকাশের জন্য জ্ঞান, প্রশিক্ষণ দরকার এবং সরঞ্জামের ব্যাপারে বিদ্যমান অসুবিধা দূর করা জরুরী। তিনি সংসদের কর্মচারী ও এমপিদের কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের উপর জোর দেন। সংসদীয় গণতন্ত্র কীভাবে সাফল্যের ধারায় কাজ করিতে পারে সে ব্যাপারে সংসদ সদস্যদের প্রশিক্ষণ ও গবেষণার উপর তিনি জোর দেন। ব্যারিষ্টার মইনুল হোসেন বলেন, বাংলাদেশে রাজনৈতিক দলগুলি অতিমাত্রায় আন্দোলনমুখী। সংসদীয় ব্যবস্থায় সরকার ও বিরোধী দল কীভাবে কাজ করিবে তাহা আমাদের শিখা উচিত। তিনি বলেন, সংসদে গণতন্ত্র কাজ না করিলে, গণতন্ত্র দেশে কাজ করিবে না।

ঢাকা চেম্বারের সাবেক প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ ইউনুস বলেন, ইনষ্টিটিউট জাতীয় মেধামণ্ডলী বা থিংক ট্যাঙ্ক হিসাবে গড়িয়া উঠিলে জাতীয় ঐকমত্য নূতন মাত্রা লাভ করিবে। এ এম এ মুহিত বলেন, জাতীয় ইস্যুর উপর জনমত যাচাই ও ঐকমত্যের সংসদীয় ভিত্তি রচনা করিতে এই ইনষ্টিটিউট কাজ করিতে পারিবে। এনজিও কর্মকর্তা ডঃ ফখরুল মাহমুদ হাসান এমপি ও সিভিল সোসাইটির মধ্যে গোল টেবিলের প্রস্তাব করিলে এমপিগণ বলেন, 'সংসদই সমগ্র সমাজের প্রতিনিধি। সিভিল সোসাইটি বলিয়া অন্য কিছুর সহিত সংসদের সংলাপের আয়োজনের চেষ্টা করিলে ইউএনডিপি ভুল করিবে।